65

তারিখ 17 MAY 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

দৈনিক ইনকিলাব

৭৩টি সংগঠনের কার্যক্রমের উপর কড়া নজর রাখার সরকারী নির্দেশ

দেশে শ্রমিক-কর্মচারী সংগঠনের কার্যক্রমকে সরকারী দলের নিয়ন্ত্রণে আনার পরিকল্পনা

মঞ্জুরুল আলম ।। দেশে ট্রেড ইউনিয়ন তথা শ্রমিক-কর্মচারী সংগঠনসমূহের কার্যক্রমকে কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ এবং এককভাবে সরকারী দলের কর্তৃত্বাধীনে আনার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এ পরিকল্পনার আওতায় দলীয় রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রমিক সংগঠনগুলোকে চিহ্নিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যেসব শ্রমিক সংগঠন এবং সিবিএ সরকার বা সরকারী দলের সমর্থক নয়, তাদের পৃথক তালিকা তৈরী করা হচ্ছে। সরকার সমর্থক প্রভাবশালী শ্রমিক-কর্মচারী নেতৃবৃন্দের সহায়তায় একটি সরকারী সংস্থার গোপন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এই তালিকা তৈরী করা হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের ৭৩টি শ্রমিক-কর্মচারী সংগঠনকে তালিকাভুক্ত করে এদের নেতা এবং এসব সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের কাজকর্ম ও গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। গত ৩১ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রেরিত এতদসংক্রান্ত একটি চিঠির প্রেক্ষিতে সম্প্রতি সংস্থাপন মন্ত্রণালয় উল্লেখিত ৭৩টি সংগঠন যে সব প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত, সে সব প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে সার্কুলার প্রেরণ করেছে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে প্রেরিত চিঠিতে এসব সংগঠনকে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের আশীর্বাদপুষ্ট বলে আখ্যায়িত করে বলা হয়েছে, এসব সংগঠনের সমন্বয়কারী সংস্থা সরকারী কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ উক্ত দলের নেতৃবৃন্দের উপদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ী সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যে সরকারী কর্মচারীগণকে সরকার-বিরোধী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করছে। সূত্র মতে, ট্রেড ইউনিয়নের স্বাভাবিক নিয়মতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড হিসেবে এসব শ্রমিক-কর্মচারী সংগঠনগুলো যাতে ন্যূনতম দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য কোন কর্মসূচী পালন করতে না পারে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য বলে দেয়া হয়েছে। এ অবস্থায় এসব সংগঠনের নেতা-কর্মীরা অফিস চত্বরে যাতে কোন সভা-সমাবেশ করতে না পারে, সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ, এমন কি

(১০-এর পাতায় দেখুন)